এসো সুন্দর জীবন গড়ি

তৃতীয় খণ্ড

প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

অনুবাদ
নাজিয়া নিশাত

সহযোগিতায়
আহমেদ শামসুল ইসলাম
মো. নজরুল ইসলাম
আলিজা ইসলাম

সম্পাদনায়
নীলুফার ইয়াসমীন

APL
Academia Publishing House Ltd

এই বইটিতে আল্লাহর সৃষ্টি ‘আশরাফুল মাখলুক’-এর জন্য যেভাবে আল্লাহ মানুষের বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি করেছেন, সেই আঙ্গিকে মাশওয়ারা করে বাচ্চাদের শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে শিক্ষকদের মাশওয়ারার মাধ্যমে শিশুদের প্রতিটি ধারণা শেখাবার ওয়ার্কবুক (workbook) রয়েছে।

প্রফেসর ইউসুফ এম. ইসলাম, *পিএইচডি*

Academia Publishing House Ltd

এসো সুন্দর জীবন গড়ি (তৃতীয় খণ্ড)
প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব ©
এপিএল ২০২৪

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ
আব্দুল্লাহ আল মারুফ

Contacts
Academia Publisheing House Ltd. (APL)
253/254, Concord Emporium Shopping Complex
Kataban, Elephant Road, Dhaka-1205, Bangladesh

ISBN
978-984-35-5725-4

সূচি

অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫

ভূমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়
আমার বোধশক্তি ০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
অনুভূতি ও অনুধাবন ১০

তৃতীয় অধ্যায়
ভুল এবং সঠিক ১২

চতুর্থ অধ্যায়
ন্যায়পরায়ণ হও এবং সত্যকে সন্ধান করো ১৪

পঞ্চম অধ্যায়
সূরা ফাতিহা ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
আমরা কি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাই? ১৮

সপ্তম অধ্যায়
কুরআনে পথনির্দেশনা অনুসন্ধান করা ২০

অষ্টম অধ্যায়
ভ্রমণের সময় নামাজ ২২

নবম অধ্যায়
মুসলিম হিসেবে আমার দায়িত্ব ২৪

দশম অধ্যায়
অকৃতজ্ঞতা ২৬

একাদশ অধ্যায়
ক্ষমা করা ২৮

দ্বাদশ অধ্যায়
গভীর চিন্তা ৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়
মূল্যায়ন করা ৩২

চতুর্দশ অধ্যায়
ক্ষমাশীলতা ৩৪

পঞ্চদশ অধ্যায়
দায়িত্ব ৩৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
নবি একই পরিস্থিতিতে থাকলে কী করতেন? ৩৮

অগ্রগতির প্রতিবেদন

অধ্যায়	নম্বর	অধ্যায়	প্রাপ্ত নম্বর	তারিখ	শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর
১	১৯ + ৮				
২	১৭ + ১৭				
৩	৩৩				
৪	১৮ + ৮				
৫	২৪ + ৮				
৬	৩০ + ৮				
৭	২১ + ১০				
৮	২৪ + ১২				
৯	২১ + ৭				
১০	২৪ + ৯				
১১	২০				
১২	৩০ + ৮				
১৩	৬				
১৪	৮ + ১২				
১৫	৫ + ১৬				
১৬	১০				

অভিভাবকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

ভূমিকা

'এসো সুন্দর জীবন গড়ি' বইটি চারটি খণ্ডে শিশু-শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচিত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে ১৬টি করে অধ্যায় রয়েছে, যা থেকে প্রতি স্কুলকোয়ার্টার-এ চারটি অধ্যায় পড়ানো সম্ভব। সপ্তাহে ৪০ মিনিটের ক্লাস হবে একটি অধ্যায়ের ওপর। শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসে বাড়ির কাজ-এর সঠিক উত্তরসমূহ নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষক ১০ মিনিটের একটি পরীক্ষা নিবেন। শিক্ষকের আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই যাচাই করবে। প্রথম ১৫ মিনিট শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় বসে একে অপরের বাড়ির কাজ যাচাই করবে। প্রতি স্কুল কোয়ার্টার-এ আটটি ক্লাস প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রত্যেক ক্লাসে একটি অধ্যায় পড়ানোর পর পরবর্তী সপ্তাহের ক্লাসে পরীক্ষা নেওয়া এবং বাড়ির কাজ যাচাই করা হবে। শিক্ষক প্রতি পরীক্ষার প্রশ্ন এবং মডেল উত্তর তৈরি করবেন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১ নম্বর করে নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার্থীকে বুঝতে হবে কেন তারা প্রত্যাশিত নম্বর লাভ করতে পারলো না। শিক্ষক ক্লাসরুম ঘুরে ঘুরে যেকোনো ছাত্র-ছাত্রীর খাতা পরীক্ষা করে কোন জায়গায় সে নম্বর কম পাচ্ছে তা বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করে দেওয়া।

এই বইয়ের পাঠ্যবিষয় এমনভাবে তৈরি, যাতে ছোটরা জীবনটাকে আল্লাহর অনবদ্য সৃষ্টি এবং ইসলামকে ঐ জীবনের বিধিবিধান হিসেবে বুঝতে ও আপন করে নিতে পারে। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে ছোটদের প্রশ্ন করতে এবং এর মাধ্যমে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা। শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক উপসংহারে পৌঁছতে পারে এবং সঠিক যুক্তিতে উপনীত হয় সেজন্য শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন। শিক্ষক কখনই তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে দিবেন না। শিক্ষার্থীরা আগে সমাধানের চেষ্টা করার পর শিক্ষক উত্তর দিতে পারেন। যে অধ্যায় পড়ানো হবে শিক্ষক সেই অধ্যায়ের প্রস্তুতি পূর্বেই নিয়ে রাখবেন। আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুসমূহ আগেই লিখে রাখতে পারেন। শিক্ষক নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন, যাতে দৈনন্দিন জীবনের সাথে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবিষয় আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শিক্ষক সঠিক উত্তরের রূপক উদাহরণ ব্যবহার করে উপস্থাপন করবেন, যাতে ছোটরা চিন্তা করতে শিখে।

প্রতি অধ্যায়ে বিষয়, কাজ, ক্লাসের আলোচনা, প্রশ্ন, বাড়ির কাজ থাকবে। শিক্ষক পাঠ্যবিষয় আলোচনার মাধ্যমে ক্লাস শুরু করবেন। আলোচনাটি এভাবে প্রশ্ন দিয়ে শুরু হতে পারে – এই পাঠ্যবিষয়টিতে কী বোঝানো হয়েছে? ছোটরা আলোচনা করার পর তাদের প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং কাজগুলো সম্পন্ন করার পর খাতাগুলো শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাহায্যে যাচাই করে নিজেরাই মূল্যায়ন করবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের নম্বর দেওয়ার আগে শিক্ষক প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর এবং কাজ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শিক্ষক নম্বরগুলো বইয়ের শুরুতে দেওয়া অগ্রগতির প্রতিবেদনে যোগ করে লিখবেন এবং তারিখসহ স্বাক্ষর দিবেন। পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে বাড়ির কাজগুলো একই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের দ্বারা যাচাই করাবেন।

বইটি লিখতে যেয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি আশা করি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও সেরকম আনন্দ অনুভব করবেন। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার ক্ষমতা দান করুন।

ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম
ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৪

প্রথম অধ্যায়

আমার বোধশক্তি

নম্বর

প্রশ্ন: তোমার কেমন লাগে যখন তুমি কিছু বুঝতে পার এবং নিজে থেকে কোনো কিছু করতে পার? (৪)

❑ আত্মবিশ্বাসী ❑ সন্তুষ্ট ❑ আমি কিছু করতে পারি ❑ আমি কোনো কাজের যোগ্য

ক্লাসে আলোচনা» তুমি কি কখনো চিন্তা করেছ কিভাবে তুমি নিজে নিজে কোনো কিছু শিখতে বা করতে সক্ষম হও? কোন ক্ষমতা তোমাকে কোনো কিছু খুঁজে বের করতে, শিখতে এবং কোনো কাজ করতে সহায়তা করে? কে তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন?

চিত্র: ৩.১.১ এবং চিত্র: ৩.১.২ এ দেওয়া আয়াতগুলো পড়। তিনটি ইন্দ্রিয়ের নাম লেখ, যা আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন। (৩)

১।	২।	৩।

প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে তুমি যেভাবে ব্যবহার করো তা থেকে তিনটি ব্যবহার লেখ। তোমাকে সহায়তা করার জন্য ইন্দ্রিয় ব্যবহারের তিনটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো: (৯)

গান শোনা, পছন্দের বই পড়া, আত্মবিশ্বাসী হওয়া

প্রশ্ন: যখন তুমি সিনেমা দেখ তখন কোন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করো? (৩)

________________________, ________________________, ________________________

তুমি দেখ সিনেমায় যা দেখানো হচ্ছে, তুমি শোন সিনেমায় যা বলা হচ্ছে এবং তুমি সিনেমাটিকে উপভোগ করো। যখন তুমি বুঝতে পার সিনেমায় কী হচ্ছে তখন তুমি উপভোগ করো। সুতরাং আল্লাহ মানুষের বোঝার এবং উপভোগ (আবেগ)-এর ক্ষমতাকে একত্রে হৃদয়ের গুণ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, সব থেকে ভালো শেখা যায় যখন আল্লাহ্‌র দেওয়া এই তিন ইন্দ্রিয় ব্যবহার করা হয়।

যদি একজন শিক্ষক ছাত্রদের জন্য পড়ার বিষয়বস্তুকে দেখা, শোনা এবং চিন্তা করার ব্যবস্থা করেন তবেই সেই শিক্ষা কার্যকর হবে। যখন একজন ছাত্র কোনো বিষয় শিখতে চায় তখন তাঁকে ঐ বিষয়টিকে দেখা, শোনা এবং চিন্তা করার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা যা দেখলাম এবং শুনলাম তাকে চিন্তার ভেতর দিয়ে প্রক্রিয়াকরণ করে আমরা শিখতে পারি। যখন আমরা কোনো কিছু শেখার জন্য কষ্ট করি তখন আমরা যা শিখি সেটাকে মূল্য দিই। আমরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের মূল্য দিই এবং মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে শিখতে যাই। যখন আমরা শিখি আমরাও ঐ ব্যক্তিদের মতো হয়ে যাই, যাদের মানুষ মূল্য দেয়। আল্লাহ্ আমাদের দেখা, শোনা, চিন্তা করা, শেখা এইসব ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যদি আমরা চাই আমরা এটাও শিখতে পারি কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় নিজে নিজে বিভিন্ন বিষয়কে সম্পর্কযুক্ত করে সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা আমাদের আছে। আমরা তখন ঠিক কাজ করতে পারি অথবা ভুল কাজও করতে পারি।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের স্বাধীন সত্তা হিসেবে তৈরি করেছেন। এইসব ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কি আমাদের আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত? আমাদের স্বাধীন সত্তা হিসেবে তৈরি করার জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কি? আল্লাহ্‌র কি অধিকার আছে আমাদের থেকে ধন্যবাদ পাওয়ার? ৭৬ নং সূরার ২ ও ৩ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

> ‘যথার্থই আমি মানুষকে তৈরি করেছি এক ফোঁটা মিশ্রিত শুক্র থেকে, যাতে আমি তাকে পরীক্ষা করতে পারি: তাই তাকে উপহাররূপে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি।’ *[সূরা আদ-দাহর, ৭৬:২]*
>
> ‘আমি তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছি তাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, সে কৃতজ্ঞ হয়, না অকৃতজ্ঞ হয়।’ *[সূরা আদ-দাহর, ৭৬:৩]*

বাড়ির কাজ» যে ব্যক্তি সঠিক কাজ করে এবং সঠিক কাজকে সমর্থন করে সে ন্যায়পরায়ণ মানুষ। সূরা ৭৬-এর অর্থ পড় এবং যে অংশ বুঝতে পারছ না তা বাবা-মাকে বুঝিয়ে দিতে বল। এই সূরা থেকে ন্যায়পরায়ণ মানুষের তিনটি গুণ খুঁজে বের করো এবং বর্ণনা করো। সূরা ৭৬ এর আয়াত ৪-এ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকারকারী বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? সিদ্ধান্ত নাও যে, কেন একজন অকৃতজ্ঞ মানুষমাত্রই সৃষ্টিকর্তার প্রতি অবিশ্বাসী এবং তার কী হবে? (৮)

তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়
এবং হৃদয়ের অনুভূতি দিয়েছেন: তোমরা যে কৃতজ্ঞতা দেখাও তা খুবই অল্প।
সূরা ২৩: আল-মুমিনুন, আয়াত ৭৮

চিত্র: ৩.১.১ আল্লাহ্ কেন আমাদের বিভিন্ন রকম ইন্দ্রিয় দিয়েছেন?

তিনিই তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করে আনেন
যখন তোমরা কিছুই জানতে না;
এবং তিনি তোমাদের দেখার, শোনার ক্ষমতা এবং হৃদয়ের অনুভূতি দিয়েছেন,
যাতে তোমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া করতে পার।
সূরা আন-নাহল, ১৬:৭৮

চিত্র: ৩.১.২ ইন্দ্রিয়গুলি আমাদেরকে যাচাই করতে, বুঝতে এবং প্রকৃতির প্রশংসা করার ক্ষমতা দেয়।

অনুভূতি		বোধশক্তি	
	স্পর্শ		আত্মস্থ করা, চিন্তা করা
	স্বাদ নেওয়া		যুক্ত করা, তুলনা করা
	গন্ধ		প্রয়োগ, নিরীক্ষণ
	আবেগ		শেখা, বুঝতে পারা
			স্মরণ করা
			সিদ্ধান্ত নেওয়া

আল্লাহ্ আমাদের উপায় দিয়েছেন, যার মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় ঘটানো যায়, বিচার করা যায় এবং ভালো গুণসমূহ অর্জন করা যায়। হৃদয় আমাদের কী করার ক্ষমতা দেয়?

চিত্র: ৩.১.৩ প্রকৃতপক্ষে হৃদয়কে অনুভূতি এবং বোধশক্তির কেন্দ্র হিসেবে ধরা হয়।